প্রাঃশিঃ

দৈনিক বাংলা

137

27 SEP 1992

তারিখ ...2৮ SEP 1992

পৃষ্ঠা... ৮ ...কলাম... ৮ ...

(৪০)

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ৬৮ থানায় ৮৪ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে

সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (সিপিই) কর্মসূচীর সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বছর জানুয়ারি থেকে ৬৮টি থানায় এ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এসব থানায় এ পর্যন্ত শতকরা ৮৪ দশমিক ১৮ ভাগ শিশুই এ কর্মসূচীর আওতায় এসে গেছে। খবর বাসসর।

মোট ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৭শ' ২১ জনের মধ্যে ৬ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের ৮ লাখ ৮১ হাজার ৩শ' ৪৪ জন শিশু এ কর্মসূচীর অধীনে ৭ হাজার ৩শ' ৯২টি সরকারী ও ২ হাজার ১শ' ৪৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। শনিবার সরকারী সূত্রে বাসসকে এ কথা জানান হয়।

দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের এ লক্ষ্যে সব জেলা থেকে নেয়া মোট ৬৮টি থানায় এ বছর জানুয়ারি হতে সিপিইর এ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট থানাসমূহ ২/৩ বছরের মধ্যেই এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। উক্ত সূত্র এ কথা জানায়।

সিপিই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য স্ব স্ব এলাকায় ওয়ার্ড, থানা ও জেলা পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে।

ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটি ভর্তি ও শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের উপস্থিতির বিষয় দেখাশোনা করবে। তৃতীয় দফা সতর্ক করে দেয়ার পরও যদি অভিভাবক বা অভিভাবিকার তরফ থেকে কোন সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে কমিটি অভিভাবককে ২শ' টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন।

থানা পর্যায়ের কমিটি সংশ্লিষ্ট থানায় সিপিই কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করবেন এবং ওয়ার্ড কমিটিসমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। জাতীয় সংসদের স্থানীয় সদস্য হবেন থানা সিপিই কমিটির উপদেষ্টা।

জেলা কমিটিসমূহ থানা ও ওয়ার্ড কমিটিসমূহকে সাহায্য-সহযোগিতা ও শলাপরামর্শ দেবেন। এলাকার মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রিগণ ও জনপ্রতিনিধিরা জেলা সিপিই কমিটির উপদেষ্টা হবেন।

ঢাকা বিভাগে ৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সের ৩ লাখ ৬০ হাজার ৩শ' ৪৩ জনের মধ্যে ১৮টি থানায় ২ লাখ ৯৬ হাজার ৪শ' ৪৪ জন শিশু ১ হাজার ৭শ' ৮৫টি সরকারী ও ৪শ' ৭৫টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে সিপিই কর্মসূচীর অধীনে ভর্তি হয়েছে। এসব থানাগুলি হল ঢাকা জেলার সাভার ও দোহার এবং বাদবাকী জেলাসমূহের সদর থানাসমূহ। এ বিভাগে ভর্তির হার শতকরা ৮২ দশমিক ২৭ ভাগ।

চট্টগ্রাম বিভাগে ২ লাখ ১৯ হাজার ৫শ' ২৯ জনের মধ্যে মোট ১ লাখ ৯০ হাজার ২শ' ৫০ জন শিশু এ বিভাগের ১৬টি থানার ১ হাজার ৯শ' ৬৫টি সরকারী ও ৩শ' ৯৪টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এ বিভাগে ভর্তির হার শতকরা ৮৬ দশমিক ৬৭ ভাগ। থানাগুলো হল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া এবং অবশিষ্ট জেলাসমূহের সদর থানাসমূহ।

রাজশাহী বিভাগের ২ লাখ ১৯ হাজার ৫শ' ২৯ জনের মধ্যে ২ লাখ ৮শ' ৩০ জন শিশু ১৭টি থানার ১ হাজার ৮শ' ৮১টি সরকারী ও ৫শ' ৬৬টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ভর্তির হার শতকরা ৮৩ দশমিক ৩৪ ভাগ। যেসব থানায় সিপিই কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে, সেগুলো হল রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ও পুটিয়া থানা এবং বাদবাকী জেলাসমূহের সদর থানাসমূহ।

খুলনা বিভাগের ১৭টি থানার ২ লাখ ১৩ হাজার ৮শ' ৭৭ জন শিশুর মধ্যে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭শ' ৮৬ জন শিশু ১ হাজার ৭শ' ৬১টি সরকারী ও ৭শ' ১৩টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ভর্তির হার শতকরা ৯০ দশমিক ২০ ভাগ। এ বিভাগে এ কর্মসূচীর অধীনে আনীত থানাগুলো হল খুলনা জেলার ফুলতলা ও পাইকগাছা এবং বাদবাকী জেলাসমূহের সদর থানাসমূহ।

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ৬৮ থানায় ৮৪ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খুলনা জেলার ফুলতলা থানায় ভর্তির হার সর্বোচ্চ শতকরা ৯৯ দশমিক ২ ভাগ এবং ভর্তির সর্বনিম্ন হার হল ঝিনাইদহের সদর থানায় শতকরা ৬৬ ভাগ।

সিপিই সেল-এর ডিরেক্টর জেনারেল আজিজ আহমদ চৌধুরী শনিবার ঢাকায় বাসসকে জানান যে, এ সেল দেশব্যাপী এ কর্মসূচী তদারকি ও দেখাশোনা করছে।

ভর্তির বর্তমান হারে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সিপিই কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া ছাত্রের হার অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

সিপিই ডিরেক্টর জেনারেল এ মর্মে সুপারিশ করেন যে, এ কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্যের জন্য সামাজিক উদ্যোগ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি অভিযান আরও জোরদার করতে হবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা অভিযান সম্পর্কে জনগণের মধ্যে উৎসাহউদ্দীপনার সৃষ্টি হলে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই নিরক্ষরতা নির্মূলের লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হবে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০-এর অধীনে এ বছর ১ জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৮টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এ আইনের অধীনে ৬ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের শিশুদেরকে অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের যুক্তিপূর্ণ সঙ্গত কারণ ছাড়া যে কোনভাবেই হোক প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে বাধ্য।

৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আইনে বলা হয়েছে, স্কুলে ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক শিক্ষা লাভ বিঘ্নিত হতে পারে, এমন কোন কাজে কোন ছাত্রকেই নিয়োগ করা যাবে না।